দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 AUG 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

35

শিক্ষাঙ্গন

প্রকৃত শিক্ষা কি ও কেন?

জ্ঞানহীন ব্যক্তি হচ্ছে তৈলবিহীন প্রদীপের মতো। তাই জ্ঞানানুশীলন প্রত্যেক নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। মহানবী (সঃ) বলেছেন— জ্ঞান সাধকের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। তার সময়ে যুদ্ধ বন্দীদের তিনি তাই আদেশ করেছিলেন— তোমরা এক এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি দশজন নিরক্ষর লোককে অক্ষর দান করবে। যে জ্ঞান সাধনা করে তার মৃত্যু নাই। যে জ্ঞান সাধকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। মানুষ মুর্খ হলে তার বিবেক-বুদ্ধি শিক্ষিত ব্যক্তির মতো হতে পারে না। আর যে শিক্ষা লাভ করে, জ্ঞান সাধনা করে সে প্রকৃত শিক্ষিত। শিক্ষা লাভ করে চরিত্রবান হতে হবে। মানুষের ও দেশের কল্যাণ করতে হবে। অভিভাবকদের আদেশ মেনে চলতে হবে।

কথায় বলে, মর্নিং সোজ দ্যা ডে

অর্থাৎ সকাল দেখেই বুঝা যায়— দিনটি কেমন হবে। যদিও এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেসব ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মনোযোগের সাথে পড়াশুনা করে, তারা ভবিষ্যতেও ভালো ছাত্র-ছাত্রী হতে পারে। এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কৈশোরে যারা শুধু দুষ্টামী করে নিয়মিত লেখাপড়া করে না। অভিভাবকরা তাদের প্রতি তেমন দৃষ্টি দেন না, তারাই বখাটে হয়। কালক্রমে তারাই নানাবিধ অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে।

কবি গোলাম মোস্তফার কথায় বলি ঃ০— ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে। অর্থাৎ এই শিশুরাই একদিন শিক্ষিত হয়ে জ্ঞান আহরণ করে দেশের সুনাগরিক হবে। তাই তাদের গোড়া থেকেই এমন সুশিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা প্রকৃত মানুষ হয়। দেশের কল্যাণ করে। প্রাথমিক শিক্ষাই মানুষ গড়ার মূল ভিত্তি। ঘরের ফাউণ্ডেশন যদি নড়বড়ে হয়— তবে সে ঘর টেকসই হয় না— কিছুদিনের মধ্যেই— তা ভেংগে পড়ে। তদ্রুপ প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ফাউণ্ডেশন। শিক্ষা-বোর্ডে এইচ এস সি পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হয় এবং বিশ নম্বর পর্যন্ত যাদের নাম থাকে, তারা প্রত্যেকেই রীতিমত লেখাপড়া করে অভিভাবক ও শিক্ষকের যত্নে। তাদের পিতামাতার-আত্মীয়-স্বজনের আনন্দের সীমা থাকে না। সংগে সংগে ঐ সব ছাত্র-ছাত্রী ভবিষ্যতের উজ্জ্বল-স্বপ্ন দেখে। তারা সুনাম-সুখ্যাতির সংগে উচ্চশিক্ষা লাভ করে একদিন নিজ নিজ পরিবারের ও দশের কল্যাণ করবে। এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনীতিবিদ, প্রশাসক, বুদ্ধিজীবী, আইনবিদ হবে। আর যারা পরীক্ষায় ফেল করে তাদের অনেকেরই আর লেখাপড়া হবে না অর্থাভাবের জন্যে। আর যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তারা আবার পরীক্ষা দিতে পারে। নকল করে যারা পাস করে, তারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে না। কোন চাকরি করলেও তারা 'মাই হেড' বাবার মাথার ন্যায় খাতা-কলমেও তার প্রমাণ দেয়। অতএব, নকল প্রবণতা শুরু থেকেই পরিহার করতে হবে, নইলে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সুদূর পরাহত।

—এম, এ, শহীদ